# জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৬ (খসড়া)

(সংশোধিত খসড়া, ২৮-০১-২০২৬)

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Draft

সূচিপত্র

**প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক**

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। অধ্যাদেশের প্রাধান্য

**দ্বিতীয় অধ্যায়: জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা**

৪। জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা

৫। কমিশন কার্যালয়

৬। কমিশন গঠন

৭। বাছাই কমিটি

৮। চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগের অযোগ্যতা

৯। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বেতন, ভাতা ইত্যাদি

১০। কমিশনের সভা

১১। কমিটি গঠন

**তৃতীয় অধ্যায়: কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি**

১২। কমিশনের কার্যাবলি

১৩। বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান

**চতুর্থ অধ্যায়: কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি**

১৪। বাজেট

১৫। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা

১৬। কমিশনের তহবিল

**পঞ্চম অধ্যায়: বিবিধ**

১৭। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন

১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৯। প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতা

২০। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

Draft

## জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত

## অধ্যাদেশ

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯ এ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে এবং অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হইয়াছে, এবং

যেহেতু বিদ্যমান Press Council Act, 1974 (ACT NO. XXV OF 1974) কেবল সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং

যেহেতু সাংবাদিকদের সাংবাদিকতার মানোন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা তৈরি হইয়াছে; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, গণমাধ্যম বিষয়ে কমিশন গঠনে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন, যথা:-

## প্রথম অধ্যায়

## প্রারম্ভিক

**১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— (১) এই অধ্যাদেশ 'জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৬' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

**২। সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

(১) 'কমিশন' অর্থ জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন;

(২) 'গণমাধ্যম/সংবাদমাধ্যম' নিবন্ধিত, ঘোষণাপ্রাপ্ত (ডিক্লারেশনপ্রাপ্ত) বা অনুমোদিত, বাংলাদেশের ভূখণ্ড হইতে পরিচালিত প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক, অনলাইন সংবাদমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থা এবং স্যাটেলাইটভিত্তিক বা ইন্টারনেটভিত্তিক কোনো রেডিও, আইপি টিভি, টেলিভিশন বা অনলাইন মাধ্যম/অনলাইন ও অফলাইন অ্যাপভিত্তিক, ওটিটি ইত্যাদি;

(৩) 'চেয়ারম্যান' অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(৪) 'সদস্য' অর্থ কমিশনের কোনো সদস্য এবং চেয়ারম্যানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) 'সাংবাদিক' অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি নিবন্ধিত, ঘোষণাপ্রাপ্ত (ডিক্লারেশনপ্রাপ্ত) বা অনুমোদিত প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়া, বা বার্তা সংস্থার কাজে সার্বক্ষণিক সাংবাদিক হিসেবে নিয়োজিত আছেন অথবা উক্ত মিডিয়া বা সংস্থার সম্পাদক, সম্পাদকীয় লেখক, বার্তা সম্পাদক, উপসম্পাদক, সহকারী সম্পাদক (সম্পাদনা সহকারী), ফিচার লেখক, রিপোর্টার, সংবাদদাতা, কপি রাইটার, ফ্যাক্ট চেকার, কপি টেস্টার, প্রুফ রিডার, কার্টুনিস্ট, সংবাদ চিত্রগ্রাহক, ভিডিও এডিটর, গ্রাফিক ডিজাইনার, নিবন্ধিত, ঘোষণাপ্রাপ্ত (ডিক্লারেশনপ্রাপ্ত) বা অনুমোদিত গণমাধ্যমের সংবাদকর্মে নিয়োজিত কর্মী এবং এ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত কোনো পদধারীগণও ইহার অর্ন্তভুক্ত হইবেন;

(৬) 'প্রেস কাউন্সিল' বলিতে 'The Press Council Act, 1974'-এর অধীনে গঠিত প্রেস কাউন্সিল;

Draft

(৭) 'প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)' অর্থ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আইন, ২০১৮ এর অধীনে গঠিত প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ;

(৮) 'বাছাই কমিটি' অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি, এবং

(৯) 'ব্যক্তি' অর্থ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কোনো কোম্পানি, সমিতি বা সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

**৩। অধ্যাদেশের প্রাধান্য।**— বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা

**৪। জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা।**— (১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পর, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সিলমোহর (Common Scal) থাকিবে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, উহা চুক্তি সম্পাদন করিতে ও নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

**৫। কমিশন কার্যালয়।**— কমিশনের একটি প্রধান কার্যালয় থাকিবে এবং কমিশন প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনসাপেক্ষে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় করিতে পারিবে।

**৬। কমিশন গঠন।**— জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন নিম্নরূপভাবে গঠিত হইবে:-(১) একজন চেয়ারম্যান ও ৮ (আট) জন সদস্যসহ মোট ৯ (নয়) জন সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

(২) কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে চেয়ারম্যান, ন্যূনতম ১ (এক) জন নারী ও ১ (এক) জন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বা নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মধ্যে হইতে নিযুক্ত হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যান সদস্যগণের মধ্য হতে একজনকে সদস্য সচিব হিসেবে নিযুক্ত করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রশাসনিক প্রধান হইবেন এবং তিনি দায়িত্বে নিযুক্ত থাকিবেন।

(৫) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে কমিশনের কোনো সদস্যকে চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) কমিশনের চেয়ারম্যান বা যে কোনো সদস্য রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৭) কমিশন এই অধ্যাদেশের অধীন উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

**৭। বাছাই কমিটি।**— (১) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা: –

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক মনোনীত যে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অথবা আইন বিভাগের একজন অধ্যাপক;

(ঘ) সম্পাদকের যোগ্যতাসম্পন্ন সাংবাদিকতা পেশায় ধারাবাহিকভাবে অন্যূন ২০ (বিশ) বছর নিয়োজিত আছেন এইরূপ ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি যাহারা কোনো রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য নহেন, কোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিকানার অংশ নহেন এবং বাছাই কমিটিতে যোগদানের অব্যবহিতপূর্বে কোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী ছিলেন না;

(২) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় উপধারা (১) এর অধীন বাছাই কমিটি গঠনে এবং উক্ত বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) অন্যূন ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) বাছাই কমিটি, কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগের নিমিত্ত গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা, আইন, প্রযুক্তি, তথ্য বা সংস্কৃতি বিষয়ে অন্যূন ২০ (বিশ) বছরের বাস্তবজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে প্রতিটি শূন্যপদের বিপরীতে ২ (দুই) জন ব্যক্তির নাম সন্নিবেশ করিয়া একটি তালিকা রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, একই গণমাধ্যম এবং একই মালিকানাধীন গণমাধ্যম গ্রুপ বা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে বা কোনো ব্যক্তির নাম একটির বেশি পদের জন্য সুপারিশ করা যাইবে না।

(৫) বাছাই কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(৬) কমিটির কোনো পদে শূন্যতা (বা উহা গঠনে ত্রুটি) থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৭) উপধারা (৪) এ উল্লিখিত তালিকা হইতে রাষ্ট্রপতি কমিশনে ১ (এক) জন চেয়ারম্যান ও আট জন সদস্যকে সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করিবেন।

**৮। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বেতন, ভাতা, ইত্যাদি।**— (১) কমিশনের চেয়ারম্যান সদস্যগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, বেতন, ভাতা, অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) কমিশনের অবৈতনিক সদস্যগণ কমিশনের সভায় যোগদানসহ অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানি ও ভাতা পাইবেন।

**৯। চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে নিয়োগের অযোগ্যতা।**— (১) কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন অথবা দ্বৈত নাগরিক হন; বা

(খ) আর্থিক দুর্নীতি বা নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধে কর্তৃপক্ষ বা উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন, তবে শাস্তি ভোগের ০২ (দুই) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে তিনি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন; বা

(গ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; বা

(ঘ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন; বা

(ঙ) সদস্যদের ক্ষেত্রে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্য কোনো লাভজনক পদে নিয়োজিত হন; বা

(চ) কোনো গণমাধ্যম, বিজ্ঞাপনী সংস্থা অথবা মুনাফা/বেতন এর বিনিময়ে কর্ম হইতে অন্তত দুই বছরের বিরতি অথবা স্বার্থ সংঘাত (conflict of interest) আছে এমন পেশাদার হন।

**১০। কমিশনের সভা।**— (১) কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যানসহ ৭ (সাত) সদস্যের উপস্থিতিতে কমিশনের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৫) প্রতি দুইমাসে কমিশনের অন্তত একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ণাঙ্গ সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায় ব্যতিরেকে সদস্যগণ দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা ছাড়া নীতিগত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৬) কমিশনের কোনো পদে শূন্যতা (বা উহা গঠনে ত্রুটি) থাকিবার কারণে কমিশনের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৭। সুষ্ঠু সমন্বয়ের স্বার্থে চেয়ারম্যান কমিশনের সভায় প্রেস কাউন্সিল এবং প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ এর সভাপাতি বা তাঁহাদের মনোনীত সদস্যদের আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন।

**১১। কমিটি গঠন।**— (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং কমিশনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশন, আদেশ দ্বারা, কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত কমিটিতে কমিশন উহার সদস্যের বাহিরেও বিশেষজ্ঞ সদস্য অর্ন্তভুক্ত করিতে পারিবে।

## তৃতীয় অধ্যায়

## কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

**১২। কমিশনের কার্যাবলি।**— (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশন নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা: –

(ক) সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ সমুন্নত রাখিতে গণমাধ্যম/সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকতার সুরক্ষা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করিতে ও স্বনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় মানদণ্ড প্রণয়ন এবং উহার প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ,

(খ) অনুমোদিত ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম/সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের স্বচ্ছতা, নৈতিকতা, বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা, জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে আর্ন্তজাতিক রীতি-নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উত্তমচর্চা, শুদ্ধাচার ও আচরণবিধি প্রণয়ন;

(গ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমোদিত ইলেকট্রনিক ও অন্যান্য গণমাধ্যম/সংবাদমাধ্যম বিষয়ে ভোক্তা অভিযোগের বিরোধ নিষ্পত্তি এবং এতদ্বসংক্রান্ত বিষয়ে সংবাদমাধ্যম/গণমাধ্যমের জন্য বাধ্যতামূলক অনুসরনীয় নির্দেশনা প্রণয়ন;

(ঘ)সাংবাদিকদের ন্যুনতম যোগ্যতা ও সুরক্ষা বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন,

(ঙ) অনুমোদিত ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন গণমাধাম/সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের সুরক্ষা বিষয়ে এবং এইরূপ গণমাধ্যম/সংবাদমাধ্যম ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ এবং এতৎসংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন;

(২) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকদের সুরক্ষা বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:-

(ক) প্রচলিত আইনের বিধানসাপেক্ষে তথ্যে অভিগম্যতার অধিকার;

(খ) জনস্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশ-এর অধিকার এবং বস্তনিষ্ঠতা সাপেক্ষে অযাচিত ও নিয়ন্ত্রণবিহীন কর্মপরিচালনার অধিকার;

(গ) পেশাগত স্বাধীনতা যেমন ব্যক্তিগত তথ্যাদির গোপনীয়তা ও তথ্যসূত্র প্রকাশ না করিবার অধিকার, পেশাগত মানদন্ডের বাহিরে জোরপূর্বক মন্তব্য প্রকাশ বা প্রতিবেদন প্রদান-এ অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের অধিকার ইত্যাদি;

(ঘ) পেশাদারিত্বের সহিত দায়িত্ব পালনের অধিকার অর্থাৎ শারীরিক বা মানসিক চাপমুক্ত অনুকুল পরিবেশে দায়িত্ব পালনের অধিকার;

(ঙ) গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে যৌক্তিক নিয়োগ শর্ত, যথাযথ সম্মানিসহ কর্মক্ষেত্রে যথাযথ আচরণ (Fair Treatment), ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার এবং

(চ) কর্মসংক্রান্ত বিষয়ে হুমকি, হয়রানি, যৌন হয়রানি, সহিংসতামুক্ত থাকিবার অধিকার এবং এইরূপ বিষয়ের শিকার হইলে আইনি ও চিকিৎসা সেবা পাইবার অধিকার, ইত্যাদি;

(ছ) বেআইনিভাবে সাংবাদিকদের যোগাযোগ প্রক্রিয়া যথা ইমেইল, মোবাইল ফোন, কথোপকথন ও তথ্য আদান-প্রদানের অ্যাপে অনধিকার প্রবেশ, বাধাদান কিংবা তল্লাশি হইতে সুরক্ষা, এবং

(জ) বেআইনিভাবে সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা ভঙ্গ, গৃহ বা শরীর তল্লাশি হইতে সুরক্ষার অধিকার, ইত্যাদি;

(৩) উপধারা (১) ও (২) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে এবং সাংবাদিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে সকল গণমাধ্যম/সংবাদমাধ্যম কমিশনের প্রণীত প্রবিধান মানিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) কমিশন গণমাধ্যম/সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের হুমকি, হয়রানি, যৌন হয়রানি ও সহিংসতা রোধে সরকার ও আইনশৃংখলাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করিবে এবং এইরূপ কর্মকান্ড রোধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সমন্বয় সাধন করিবে।

(৫) কমিশন পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহিংসতা, অবৈধ আটক, গুম বা অপহরণের মত অপরাধের শিকার সাংবাদিকদের ক্ষতিপূরণ বিষয়ে সরকারের সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয় করিবে।

(৬) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে সাংবাদিক বা ভোক্তার প্রচলিত আইনের অধীনে প্রতিকার পাইবার অধিকার বারিত হইবে না।

(৭) সাংবাদিকদের সম্মানি/পারিশ্রমিকের বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ এবং এতৎসংক্রান্ত বিদ্যমান আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন বিষয়ে কমিশন সরকারকে সুপারিশ প্রদান করিবে। উক্তরূপ সুপারিশ বাস্তবায়ন না হইলে এবং সাংবাদিকদের আর্থিক ও অন্যান্য অধিকার গণমাধ্যম কর্তৃপক্ষের দ্বারা খর্বিত হইলে কমিশন যথাযথ প্রতিকার প্রদান করিবে।

**১৩। বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান।**— (১) ধারা (১২) এর অধীনে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কমিশন গণমাধ্যম/সংবাদমাধ্যমকে ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ নির্দেশনা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সরকারের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো নির্দেশনার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপিল করা যাইবে এবং সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপিল নিষ্পত্তি করিবে।

## চতুর্থ অধ্যায়

## কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

**১৪। বাজেট।**— (১) কমিশন প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী নির্দিষ্ট ফরমে অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কমিশনের কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

(২) সরকার প্রতি অর্থ বৎসরে কমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার চাহিদা বিবেচনায় উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে।

(৩) উপধারা (২) এ বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করিবে।

(৪) উপধারা (৩) এর বিধান দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধিকার ক্ষুণ্ন হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

**১৫। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।**— (১) কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতিবৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবে।

(৩) উপধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের সভাপতি বা যেকোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

**১৬। কমিশনের তহবিল।**— (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন তহবিল নামে একটি তহবিল করিতে পারিবে।

(২) জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন তহবিল এর পরিচালনা ও প্রশাসন, এই ধারা এবং বিধির-বিধান সাপেক্ষে, জাতীয় গণমাধ্যম কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন তহবিল হইতে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের এবং সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকরির শর্তাবলি অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হইবে এবং জাতীয় গণমাধ্যম কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) জাতীয় গণমাধ্যম কমিশনে তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে। যথা:- (ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক অনুদান,

(খ) সরকারের সম্মতিক্রমে কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

## পঞ্চম অধ্যায়

## বিবিধ

**১৭। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন।**— কমিশন প্রতি বৎসর ৩১ মার্চ এর মধ্যে উহার পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে।

**১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**— এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

**১৯। প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।**— এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

**২০। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**— সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই অধ্যাদেশের অনুমোদিত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করিতে পারিবে। বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদে কোনো বিরোধ দেখা দিলে বাংলাপাঠ প্রাধান্য পাইবে।